সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল(এসএসআরসি)

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশ : ৩১ মে, ২০১৭

প্রথম সংস্করণ : জুন, ২০১৮

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১৯

সম্পাদনা : ড. উত্তম কুমার দাশ
উপসচিব
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা : সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল(এসএসআরসি)
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ : রেইনবো প্রিন্টিং প্রেস
৮৫/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন : ০২-৯৩৪১২৬৫
ই-মেইল : rainbowprinting20@gmail.com

প্রচ্ছদ : অর্ণা নিশিতা নিথিলা
ইউআরপি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

আর্থিক সহযোগিতা : পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

গুণগত গবেষণা ফলাফলের বিস্তরণ ও প্রয়োগ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই গুণগত গবেষণার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করার কারণে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার শেখ হাসিনা সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নে গুণগত গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-৭৮)। উক্ত দলিলে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহে গবেষণার উন্নয়ন এবং সমন্বয়সাধন, সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনার জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যসমূহ হলো- ১. সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহে গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রমভিত্তিক ও সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়ন করা; ২. জাতীয়, আঞ্চলিক এবং সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা; ৩. গবেষণা ফলাফলের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও ৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের উন্নয়ন করা।

এ প্রতিষ্ঠানটি উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে ০৫(পাঁচ) ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রমগুলো হলো প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ, প্রাতিষ্ঠানিক, এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম নামে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি নতুন গবেষক তৈরি এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে নতুন গবেষক তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত সমস্যার মূল উৎপাটনে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। প্রতিষ্ঠানটি কতগুলো পর্যায় অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রম গুণগত করার প্রয়াস নিয়ে থাকে। এ পর্যায়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাইকরণ, গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং গবেষণা মূল্যায়ন। এ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭ অনুযায়ী। সময়ের চাহিদা, গবেষণা পরিচালনায় প্রচলিত নীতিমালার দুর্বলতার কারণে নীতিমালাটি পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এটি জুন, ২০১৯ সালে সংস্করণ করা হয়েছে। পরিমার্জিত এ নীতিমালাটি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা ও কর্মকৌশল-২০১৭ নামে পরিচিত এবং এটি ২০১৯-২০ অর্থ-বছর হতে কার্যকর হবে।

আমি নীতি প্রণয়ন এবং সংস্কার সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রত্যাশা করছি এ নীতিমালার প্রয়োগ গুণগত গবেষণায় সহায়ক হবে এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

(এম. এ. মান্নান)
এমপি
মাননীয় মন্ত্রী

ঢাকা
৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

প্রসঙ্গকথা

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) পরিকল্পনা বিভাগের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি ০৫(পাঁচ) টি ক্যাটাগরিতে যেমন: প্রোমোশনাল, এমফিল, পিএইচডি, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। সারা দেশব্যাপী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস হতে বঙ্গবন্ধু রিসার্চ এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম পরিচালনায়ও আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এ নীতিমালাটি জুন, ২০১৮ সালে প্রথম সংস্করণ করা হয়। কিন্তু সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার মান উন্নয়ন, নীতি-পরিকল্পনায় কার্যকর অবদান এবং গবেষণা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এটি চাহিদা অনুযায়ী পরিমার্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. তারিখে একটি অভ্যন্তরীণ সভা সম্পন্ন করে এবং সভার মতামত অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে নীতিমালাটি পরিমার্জন করা হয়।

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল এর দীর্ঘ পথযাত্রায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৬৯০টি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ এসএসআরসি এর ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষিত রয়েছে। সমাজগবেষক, নীতিপ্রণয়ন প্রতিষ্ঠান, নীতি প্রণেতা, পরিকল্পনাবিদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষেত্রভিত্তিক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ গবেষণা প্রতিবেদন তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং সংরক্ষণ করে।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিমার্জিত নীতিমালাটি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল -২০১৭ নামে প্রকাশিত। এ নীতিমালা অনুমোদন লাভের পর হতেই ২০১৯-২০ অর্থ-বছর এবং পরবর্তী অর্থবছরের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। পরিমার্জিত এ নীতিমালাটি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়েকটি ধাপে প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটিতে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই সংশ্লিষ্ট নীতি ও কর্মকৌশল বিধৃত রয়েছে। প্রত্যাশা করছি এ নীতিমালাটি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা পরিচালনা এবং জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

(মো. নূরুল আমিন)
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

বিষয়সূচি

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	মুখবন্ধ	i
	প্রসঙ্গ কথা	ii
১.	ভূমিকা	১
২.	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ	২
৩.	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহ	২
৪.	ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা ও কৌশল	৩
৫.	গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের নীতি ও কৌশল	৪
৬.	গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণ নীতি ও কৌশল (প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)	৪
৭.	গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণ (এমফিল/এমএস এবং পিএইচ ডি) গবেষণা প্রস্তাবনা	৫
৮.	মঞ্জুরী প্রদান ক্ষেত্র	৬
৯.	প্রোমোশনাল গবেষণা	৬
১০.	ফেলোশিপ গবেষণা এবং বঙ্গবন্ধু রিসার্চ	১২
১১.	এমফিল/এমএস প্রোগ্রাম	১৩
১২.	পিএইচডি প্রোগ্রাম	১৪
১৩.	প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা	১৫
১৪.	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ	১৬
১৫.	গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন	১৭
১৬.	গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৮
১৭.	গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন	১৯
১৮.	ওয়ার্কসপ এবং সেমিনার পরিচালনার নিয়মনীতি	২০
১৯.	গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান ও জমা প্রদানে ব্যর্থতা	২১
২০.	মূল্যায়ন নীতিমালা	২২
২১.	গবেষণা মঞ্জুরি সঞ্চালন প্রক্রিয়া	১৮
২২.	গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ	১৮
২৩.	গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা	১৮
২৪.	প্রকাশিত গবেষণা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া	১৯
২৫.	প্রকাশিকত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ	১৯
২৬.	নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়ন	১৯
	উপসংহার	১৯
	পরিশিষ্ট (সংযোজনী: ১-১৪)	২০-৫৪

১. ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এ দেশটি ছিল ২৪ বছর পাকিস্তানের শাসনাধীন এবং প্রায় দুইশত বছর বৃটিশের অধীন। এই দুই শাসন ও শোষণের নানামুখী প্রভাব এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করেছে নানামুখী শৃঙ্খলিত সমস্যা। দারিদ্র্য, জনসংখ্যা সমস্যা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক সমস্যার শেকড় তাই ইতিহাসের অনেক গভীরে। এ উপলব্ধি থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের (এসএসআরসি) রূপরেখা প্রণীত হয়। এ রূপরেখায় এসএসআরসির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়।

পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাঁচটি ক্যাটাগরীতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের একটি মৌলিক সমস্যা বহু সমস্যার জন্মদাতাও। বাল্যবিবাহ, অপুষ্টি, নারী ও শিশু নির্যাতন, বস্তি সমস্যা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, প্রবীণ সমস্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, হরতাল, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস প্রভৃতি মূল সমস্যারই সৃষ্ট সমস্যা। আজ বাংলাদেশে মৌলিক সমস্যার তীব্রতা যেমন দারিদ্র্য অনেকটা ক্রমহ্রাসমান। অন্যদিকে কৃষিতে এ দেশ আজ বিপ্লব ঘটিয়েছে। শিক্ষায় অনেকটা পথ এগিয়েছে। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। পাশাপাশি প্রযুক্তির পথে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। এসব সাফল্যের মূলে রয়েছে গবেষণালব্ধ জ্ঞানভিত্তিক সময়োপযোগি পদক্ষেপ। তবে আর্থ-সামাজিক জীবনের বহুসমস্যার শেকড়ে এখনও আমরা পৌঁছাতে পারিনি। এসব সমস্যাসমূহ বহু শৃঙ্খলিত সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই এ দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানমূলক সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় সুস্পষ্ট নীতি। আর এ নীতির প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনায়। ক্ষেত্রভিত্তিক সুস্পষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যভূত (targeted) জনগোষ্ঠির উন্নয়নে কার্যকর কার্যক্রম ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করে। সুতরাং যেকোনো নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন উক্ত বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসব সামাজিক গবেষণার ফলাফলই সামাজিক-নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। আবার পরিকল্পনার ফলাফল মূল্যায়নের জন্যও গবেষণা ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ দেশের সমস্যাকেন্দ্রিক, নীতিকেন্দ্রিক এবং কার্যক্রমকেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সামাজিকবিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

1. First Five Year Plan (1st FYP 1973-78), Nov 1973, Page 48789, Planning Commission
2. Booklet, Social Science Research Council Bangladesh (1978, 1981 and 1991), Ministry of Planning, Planning Division, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-15;

২. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

২.১ সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের গবেষণা চাহিদা চিহ্নিত করা এবং কার্যক্রমভিত্তিক এবং সমস্যাকেন্দ্রিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়ন করা;

২.২ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গবেষণা ফলাফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিস্তরণ করা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও সমষ্টি উন্নয়নে এসব গবেষণার ফলাফল ব্যবহারে সহায়তা করা;

২.৩ জাতীয়, আঞ্চলিক এব ং সমষ্টি উন্নয়নের (community development) লক্ষ্যে নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গঠনে গবেষণা পরিচালনা করা;

২.৪ গবেষণালব্ধ ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণকারী এবং সমাজগবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা;

২.৫ পরিকল্পনাবিদ, নীতি প্রণয়নকারী এবং প্রশাসকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও গবেষণালব্ধ তথ্য বিস্তরণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করা;

২.৬ সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৭ সামাজিকবিজ্ঞানে প্রয়োগিত আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা;

২.৮ বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে কর্মশালা, সেমিনার এবং কনফারেন্সের আয়োজন করা।

৩. সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহ

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে প্রোমোশনাল, এমফিল, পিএইচডি, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। এ আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিধিবদ্ধভাবে পরিচালনা করে, যা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এ বুকলেটটি" সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি" শিরোনামে পরিচিত। এটি তিনবার সংস্করণ (২০০৫, ২০০৭ এবং ২০১১) করা হয়েছে। এ নীতিমালাটি সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার মান উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর অবদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পরিমার্জন ও সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ৫ জুন, ২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি কর্মশালা সম্পন্ন করে। এ কর্মশালায় নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, নীতি প্রণয়নে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ছিল। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান নীতিমালা পর্যালোচনা প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত নীতিমালা পরিমার্জন করা হয়।

পরিমার্জিত এ নীতিমালাটি 'সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৭' নামে প্রকাশিত। এ নীতিমালায় উদ্দেশ্যসমূহ, ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা, মঞ্জুরি প্রদান ক্ষেত্র, গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ, গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত নীতি উপস্থাপিত হয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ :

৩.১. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০ এবং এসডিজি (SDGs) পূরণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রভিত্তিক তথ্য গ্যাপ চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা যাচাই সমীক্ষা সম্পর্কিত ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

৩.২. নিয়মিত বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বিস্তরণ ও প্রকাশ করা;

৩.৩. নীতি প্রণয়নকারী, পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসকের সাথে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা;

৩.৪. দক্ষ সমাজগবেষক তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা ও কৌশল (Area Wise Policies and Strategies)

৪.১ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন (Selection of the Research Area):

৪.১.১ নীতি: গবেষণা ক্ষেত্র আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিষয় সংশ্লিষ্ট এবং গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

৪.২. কৌশল:

৪.২.১ গবেষণা ক্ষেত্র আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল, কর্মকান্ডকে প্রতিফলিত ফোকাস করতে হবে;

৪.২.২ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রয়োজন অনুযায়ী এসডিজি/ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সহায়ক সমীক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

৪.২.৩ একটি বিশেষজ্ঞ গবেষক দলের মাধ্যমে প্রতিবছর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চূড়ান্ত করতে হবে। অথবা ক্ষেত্রভিত্তিক চাহিদা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচন করা হবে;

৪.২.৪ বিশেষজ্ঞ গবেষক দলের সদস্য নির্বাচনে সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন/বর্তমান শিক্ষক যারা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, সরকারি কর্মকর্তা প্রাক্তন/বর্তমান যাদের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে, অথেনটিক/আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা রয়েছে এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন; গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গবেষক, যাদের গবেষক হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। তাছাড়া যারা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে (জিইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা) সম্পৃক্ত তারা এ বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য হবেন। এসএসআরসির সহকারী পরিচালক এ বিশেষজ্ঞ দলের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন;

৪.২.৫ এ বিশেষজ্ঞ দলে মোট ১৬ জন সদস্য সম্পৃক্ত থাকবেন। ৮ জন বিশেষজ্ঞ, ৪ জন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সদস্য, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব এবং ১ জন সমন্বয়ক (সহকারী পরিচালক, এসএসআরসি)।

৪.২.৬ বিশেষজ্ঞ প্যানেল গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে সরকারি স্বার্থ পূরণে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে পারবে;

৫. গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানের নীতি ও কৌশল (Policies and Strategies for Research Proposal Advertisement):

৫.১ নীতি: গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান অর্থ-বছর শুরুর পূর্বেই দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা ।

৫.২ কৌশল:

৫.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান প্রতি বছর এপ্রিল মাসে করতে হবে;

৫.২.২ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচারিত ন্যূনতম ২টি দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি পত্রিকায়) বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

৫.২.৩ এসএসআরসির ওয়েব সাইটেও এ বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করতে হবে । বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ থাকবে;

৫.২.৪ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নির্ধারিত সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞাপনের কপি প্রেরণ করতে হবে;

৫.২.৫ বিজ্ঞাপনে গবেষণা প্রস্তাবনা আহবানে নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখপূর্বক, প্রস্তাবনা উপস্থাপনের ছক উল্লেখ করতে হবে;

৫.২.৬ গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বানে বিভিন্ন ক্যাটগরির বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে ।

৬.২.৭ গবেষণা প্রস্তাবনা এবং গবেষকের প্রোফাইল আলাদা ভাবে জমা দিতে হবে ।

৬. গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ নীতি ও কৌশল (Policies and Strategies of Research ProposalSelection):

(প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)

৬.১. নীতি: প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন এবং এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশল অনুসরণ করা ।

৬.২. কৌশল:

৬.২.১ গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণে ক্ষেত্রভিত্তিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করতে হবে । মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৩জন প্রতিষ্ঠিত গবেষক, পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত ২জন কর্মকর্তা, গবেষণা বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন;

৬.২.২ প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা প্রস্তাবনা প্রাথমিক বাছাইয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের (২৫-৩০ জনের) প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সমন্বয়ে ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে । উক্ত ওয়ার্কসপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দল গঠন করে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে । এ ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা প্রভৃতি নির্দেশক (Indicator) সেট করে মূল্যায়ন করতে হবে ।

এই নির্দেশক গুলোকে ওয়েটেজ দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। সকল ক্যাটাগরির গবেষণা প্রস্তাবনার ন্যূনতম উত্তীর্ণ নম্বর ২৫ নির্ধারণ করতে হবে। মূল্যায়ন ছক পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

৬.২.৩ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ সংশোধন, পরিমার্জন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে আরো ১/২টি ওয়ার্কসপের আয়োজন করতে হবে। এ ওয়ার্কসপে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রতিষ্ঠিত গবেষকদের সমন্বয়ে বিষযভিত্তিক দল গঠন করে গবেষণা প্রস্তাবনার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে গবেষণা প্রস্তাবনা শুদ্ধ করতে হবে;

৬.২.৪ চূড়ান্ত এবং উন্নয়নকৃত গবেষণা প্রস্তাবনা ১/২টি ওয়ার্কসপের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দফতর/বিভাগ/পরিকল্পনা সেক্টরের প্রতিনিধি, পরিকল্পনাবিদ এবং গবেষকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণ করতে হবে;

৬.২.৫ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাই পর্যায়ক্রমে গবেষণা মঞ্জুরি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং স্টিয়ারিং কমিটিতে অনুমোদন নিতে হবে।

৬.২.৬ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ কেনো নির্বাচিত হলো আর কেনো বাদ পড়ল তার কারণ উল্লেখ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৬.২.৭ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। বাৎসরিক বাজেট অনুযায়ী অগ্রাধিকার তালিকা হতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করা হবে। অগ্রাধিকার তালিকা হতে যেসব নির্বাচিত গবেষণা বাৎসরিক বাজেটে আর্থিক মঞ্জুরি সংকুলান হবে না তা পরবর্তী বছরের গবেষণা প্রস্তাবনার চাহিদা অনুযায়ী অর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে।

৭. গবেষণা প্রস্তাবণা বাছাইকরণ: (এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনা)

৭.১ নীতি: এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণার প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন এবং এ ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

৭.২ কৌশল:

৭.২.১ এমফিল এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ মূল্যায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২জন প্রতিষ্ঠিত গবেষক এবং ২জন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ১জন সমন্বয়ক থাকবে;

৭.২.২ এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণা প্রস্তাবনা অবশ্যই সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের নির্ধারিত গবেষণা ক্ষেত্রের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে;

৭.২.৩ গবেষকের গবেষণা প্রস্তাবনা (পিএইচডি) অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে এবং এমফিল এর ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত যেসব গবেষণার বিপরীতে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ মঞ্জুরি রয়েছে সেসব গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ অর্থ মঞ্জুরি করবে না। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে মঞ্জুরি পেয়েছে কিনা বিষয়টি তার আবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

৭.২.৫ গবেষণা প্রস্তাবনা এসএসআরসি কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব আহবানের সময়কালের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণা চলছে কিংবা সমাপ্ত পর্যায়ে সেসব গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে কোনো অর্থ মঞ্জুরী প্রদান করা হবে না;

৭.২.৬ এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণার প্রস্তাবনা গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা প্রভৃতি নির্দেশক বা ইনডিকেটর সেট করে মূল্যায়ন করতে হবে। এ ইনডিকেটর (গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন, বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণা প্রস্তাবনার কাঠামো, নীতি প্রণয়ের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা) গুলোকে ওয়েটেজ দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৫০ নম্বরের মধ্যে প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে। সকল ক্যাটাগরির গবেষণা প্রস্তাবনার ন্যূনতম সাফল্য নম্বর ২৫ নির্ধারণ করতে হবে। মূল্যায়ন ছক পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

৮. মঞ্জুরি প্রদান ক্ষেত্র:

৮.১ নীতি: পাঁচ ধরনের গবেষণা ক্ষেত্র ও গবষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে সামাজিক-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা।

৮.২. কৌশল:

পাঁচ ধরনের ক্ষেত্রে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে থাকে। মঞ্জুরি প্রদানের এ ক্ষেত্রসমূহ হলো-প্রোমোশনাল গবেষণা, ফেলোশিপ গবেষণা, এমফিল প্রোগ্রাম, পিএইচডি প্রোগ্রাম এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

৯. প্রোমোশনাল গবেষণা:

৯.১ নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯.২ কৌশল:

ধারণা: সামাজিকবিজ্ঞান সমূহের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে গবেষণা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তরুণ গবেষক তৈরিই এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য;

প্রতি বছরে প্রাপ্ত এ ধরনের গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে প্রতি বছরের বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে। তবে আর্থিক সীমা অতিক্রম করলে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা পরবর্তী বছরের জন্য প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে।

৯.২.৩ প্যানেলভুক্ত গবেষক ও গবেষণা প্রস্তাবনা গবেষককে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে;

৯.২.৪ গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নে প্রস্তাবনার মানের নম্বরের সাথে গবেষকের অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত সুনির্দিষ্ট ইনডিকেটর এবং নম্বর প্রতিস্থাপন করে সর্বমোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে;

৯.২.৫ গবেষকের যোগ্যতা: ১. এ গবেষণায় সম্পৃক্ত গবেষকের বয়স হবে অনুর্ধ্ব ৪০ বছর সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য; ২. গবেষককে হতে হবে তরুণ শিক্ষক, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, ডাক্তার, পরিকল্পনাবিদ অথবা উন্নয়নকর্মী; ৩. গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহ যেমন, সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম/ অর্থনীতি/ রাস্ট্রবিজ্ঞান/নৃবিজ্ঞান/ লোকপ্রশাসন/গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা/নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা/কমিউনিটি মেডিসিন/পরিবেশ বিজ্ঞান/পাবলিক হেলথ/মানসিক

স্বাস্থ্য/শিক্ষাবিজ্ঞান/জনমিতি বিজ্ঞান/পপুলেশন সায়েন্স/উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, অপরাধ বিজ্ঞান/জড়াবিজ্ঞান/ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। ৪. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জ্ঞান, দক্ষতা এবং কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে থিসিস গ্রুপের স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ওপর টার্ম পেপার/এসাইনমেন্ট জ্ঞান, দক্ষতা হিসেবে গণ্য হবে)। ৫. গবেষকের উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের ওপর কমপক্ষে স্নাতক/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতকত্তোর (এমএ/এমএসএস/ এমকম/এমবিবিএস/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) থাকতে হবে;

৯.২.৬ গবেষণা মঞ্জুরির পরিমান ও গবেষণা কার্যকাল: সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা মাত্র। গবেষণা কার্যক্রম শুরু হতে সর্বোচ্চ সীমা ১ বছর পর্যন্ত। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক মঞ্জুরি গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই কমিটি নির্ধারণ করবে। গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তি (৩০%) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কসপ প্রদানের শেষে অন্য কিস্তিটি (৭০%) চূড়ান্তভাবে জমাদান ও মূল্যায়ন রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পরে।

৯.২.৭ প্রোমোশনাল গবেষণা পরিচালনা সামাজিকবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ গবেষক শিক্ষক বা যোগ্যতা সম্পন্ন পিএইচডি ডিগ্রিধারী সরকারি কর্মকর্তা বা গবেষণা কর্মে দক্ষ কর্মকর্তার অধীন পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে তারা তত্ত্বাবধায়ক এবং সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ পাবেন এবং এসএসআরসির নির্ধারিত হরে সম্মানী পাবেন;

যেসব গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রোমোশনাল গবেষণা পরিচালনার জন্য যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীর অনধিক ৫টি গবেষণা প্রস্তাবনা চাহিদা অনুযায়ী জমা দিতে পারেন এবং পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে পারেন। তত্ত্বাবধায়কগণ এসএসআরসির নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সম্মানী পাবেন;

৯.২.৮ যেসব গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রোমোশনাল গবেষণা পরিচালনার জন্য যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীর অনধিক ৫টি গবেষণা প্রস্তাবনা চাহিদা অনুযায়ী জমা দিতে পারেন এবং পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে পারেন। তত্ত্বাবধায়কগণ এসএসআরসির নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সম্মানী পাবেন;

৯.২.৯ নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনার জন্য ছোট পরিসরে (১৫-২০ জন) প্রাসঙ্গিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে একটি সেমিনার/ওয়ার্কসপ এবং গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি সেমিনার/ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপ ব্যয় মঞ্জুরিকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যয়ের একটি বাজেট নক্সা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ সরবরাহ করবে;

৯.২.১০ এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ কার্যক্রম এবং রিপোর্ট প্রণয়ন গবেষক নিজেই পরিচালনা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা সহকারী নিয়োগ করতে পারবেন।

৯.২.১১ গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগ এর মনোনীত যে কোনো কর্মকর্তা এ কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন। এ মনিটরিং ব্যয়ের যাবতীয় খরচ সরকারি খাত হতে নির্বাহ হবে।

৯.২.১২ কোনো প্রোমোশনাল গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একবারের অধিক গ্রহণ করতে পারবেন না।

৯.২.১৩ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবেন না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরিকৃত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

৯.২.১৪ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষকের এবং জামানতকারীর সাথে চুক্তি পত্র করতে হবে। চুক্তি পত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে;

৯.২.১৫ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গীণ প্রিন্ট করে জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডি জমা প্রদান করতে হবে;

৯.২.১৬ প্রোমোশনাল গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়নে অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১০. ফেলোশিপ গবেষণা:

১০.১. নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকূলে সর্বাধিক ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

১০.২ কৌশল:

১০.২.১ ধারণা: আর্থ-সামজিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধানমূলক পরিচালিত গবেষণাই এ প্রকৃতির গবেষণা;

১০.২.২ প্রতি বছরে প্রাপ্ত এ ধরনের গবেষণা প্রস্তাবনার বিপরীতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে । তবে আর্থিক সীমা অতিক্রম করলে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা পরবর্তী বছরের জন্য প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে এবং চাহিদানুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়ায় আনতে হবে;

১০.২.৩ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক গবেষক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সামাজিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক হতে হবে । গবেষকের বিষয়সংশ্লিষ্ট অথেনটিক আন্তর্জাতিক/দেশীয় জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পেপার থাকতে হবে । গবেষকের অধীন এমফিল/ এমএস/পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এমন যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞানের শাখাসমূহ যেমন, সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম/অর্থনীতি/ রাস্ট্রবিজ্ঞান/নৃবিজ্ঞান/ লোকপ্রশাসন/ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা/ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা/ কমিউনিটি মেডিসিন/ পরিবেশ বিজ্ঞান/ পাবলিক হেলথ/ মানসিক স্বাস্থ্য/ শিক্ষাবিজ্ঞান/ জেন্ডার স্টাডিজ/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে । এ ধরনের গবেষণায় গবেষকের এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রি/ অথবা গবেষণা কার্যক্রমের সাথে কমপক্ষে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের বেলায় যাদের পিএইচডি/এমফিল ডিগ্রি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা শিথিলযোগ্য;

১০.২.৪ গবেষণা মঞ্জুরির পরিমান ও গবেষণা কার্যকাল: সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকা এবং শুরু হতে ২ বছর পর্যন্ত । গবেষণার জন্য অর্থিক মঞ্জুরি গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই কমিটি গবেষণা পদ্ধতি পরিচালনার ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করবেন । গবেষণা মঞ্জুরির অর্থ দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হবে । প্রথমটি (৩০%) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কসপ প্রদানের শেষে অন্যটি (৭০%) চূড়ান্তভাবে জমাদান এবং মূল্যায়ন রিপোর্টের পরে;

১০.২.৫ এ ধরনের গবেষণা পরিচালনায় গবেষককে স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

১০.২.৬ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাঝ পর্যায়ে ছোট পরিসরে গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে (২০-২৫ জন) একটি ওয়ার্কসপ এবং গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্বে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে । এ ওয়ার্কসপ ব্যয় মঞ্জুরিকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যয়ের একটি বাজেট নক্সা সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ সরবরাহ করবে;

১০.২.৭ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ কার্যক্রম এবং রিপোর্ট প্রণয়ন পর্যন্ত গবেষক দক্ষ অনুসন্ধানী, নিয়োগ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

১০.২.৮ গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো পর্যায়ে পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ ও যোগ্য যে কোনো কর্মকর্তা এ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। এ মনিটরিং ব্যয়ের যাবতীয় খরচ সরকারি খাত হতে নির্বাহ হবে;

১০.২.৯ ফেলোশিপ গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একটি চলাকালীন আর একটির জন্য আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না।

১০.২.১০ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে গবেষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরিকৃত অর্থ ফেরতদানে বাধ্য থাকতে হবে;

১০.২.১১ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক ও জামানতকারীর সাথে চুক্তি পত্র করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে। সরকারী চাকরীজীবীর ক্ষেত্রে এনওসি (NOC) প্রয়োজন হবে।

১০.২.১২ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গীণ প্রিন্ট জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডি জমা প্রদান করতে হবে।

১০.২.১৩ ফেলোশিপ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১১. এমফিল প্রোগ্রাম:

১১.১. নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

১১.২ কৌশল:

১১.২.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এমফিল রেজিষ্ট্রেশন লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির আর্থিক মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন;

১১.২.২ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে অবশ্যই কৃষিবিদ, আইনজীবী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নতক/প্রত্যেক শেষে স্নাকোত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন কর্মী এবং সংবাদকর্মী হতে হবে;

১১.২.৩ এ প্রকৃতির গবেষণা মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা। দুটি কিস্তিতে এ টাকা তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তি (৪০%) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ে এবং অন্যটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পরে;

১১.২.৪ এ প্রকৃতির গবেষণা পরিচালনার শেষ পর্যায়ে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়ার্কসপের ব্যয় মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে;

১১.২.৫ গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগ/ কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন।

১১.২.৬ এ গবেষণা কার্যক্রম গবেষক নিজেই তার মূল তত্ত্বাবধায়কের সম্মতিতে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন;

১১.২.৭ এমফিল গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একটি চলাকালীন আর একটির জন্য (অন্য প্রকৃতির যেমন প্রোমোশনাল/ফেলোশিপ/প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা) আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না। তবে গবেষণা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং ওয়ার্কসপে উপস্থাপন করেছেন সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার আবেদন করতে পারবেন।

১১.২.৮ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরিকৃত অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকতে হবে;

১১.২.৯ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক এবং জামানতকারীর সাথে চুক্তিপত্র করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে;

১১.২.১০ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। তবে এক কপি রঙ্গিন প্রিন্ট জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডি জমা প্রদান করতে হবে। গবেষণার সার সংক্ষেপ আরাদাভাবে সফট এবং হার্ড কপি জমা প্রদান করতে হবে;

১১.২.১১ এমফিল/এমএস গবেষণা পিএইচডিতে রূপান্তরিত করা হলে আগেই এসএসআরসিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জ্ঞাত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চুক্তি পত্র পরিবর্তন করতে হবে;

১১.২.১২ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১১.২.১৩ মেয়াদ বাড়ালে প্রয়োজন হলে মেয়াদ শেষে হবার পূর্বেই আবেদন করতে হবে। গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন হলে শিরোনাম গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে পুন:চুক্তি করতে হবে।

১২. পিএইচডি প্রোগ্রাম:

১২.১. নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকুলে সর্বাধিক ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১২.২. কৌশল:

১২.২.১ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত গবেষণার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনলাভে সক্ষম হয়েছেন এবং উপযুক্ত তত্ত্ববধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়েছেন কেবল তারাই এ প্রকৃতির মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১২.২.২ গবেষকের যোগ্যতা: গবেষককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতোকত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী,কৃষিবিদ আইনজীবী, পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়নকর্মী এবং সংবাদকর্মী হতে হবে।

১২.২.৩ এ প্রকৃতির গবেষণা মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা। দুটি কিস্তিতে এ টাকা তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। একটি কিস্তি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ে (৪০%) এবং অন্যটি (৬০%) চূড়ান্তভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পরে।

১২.২.৪ এ প্রকৃতির গবেষণা পরিচালনার শেষ পর্যায়ে একটি ওয়াকর্সপ প্রদান করতে হবে। এ ওয়াকর্সপের ব্যয় মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে গবেষক সঞ্চালন করবেন।

১২.২.৫ গবেষণা কার্যক্রম চলাকালীন যেকোনো সময় পরিকল্পনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন।

১২.২.৬ এ গবেষণা কার্যক্রম গবেষক নিজেই স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন।

১২.২.৭ পিএইচডি গবেষক এ প্রকৃতির মঞ্জুরি একটি চলাকালীন আর একটির জন্য (ফেলোশিপ/ প্রাতিষ্ঠানিক, প্রোমোশনাল) আবেদন এবং পরিচালনা করতে পারবেন না।

১২.২.৮ এ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো কারণ ব্যতীত কোনোভাবে বিরতি দিতে পারবে না। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ হলে সম্পূর্ণ মঞ্জুরিকৃত অর্থ ফেরত দানে বাধ্য থাকতে হবে।

১২.২.৯ এ গবেষণা পরিচালনায় গবেষক ও জামানতকারীর সাথে চুক্তিপত্র করতে হবে। চুক্তিপত্র এসএসআরসি সরবরাহ করবে।

১২.২.১০ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ৫ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে ১ কপি রঙ্গিণ প্রিন্ট এবং এর সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১২.২.১১ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।

১২.২.১২ মেয়াদ বাড়ালে প্রয়োজন হলে মেয়াদ শেষে হবার পূর্বেই আবেদন করতে হবে। গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন হলে শিরোনাম গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে পুন:চুক্তি করতে হবে।

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা:

১৩.১ নীতি: নির্বাচিত গবেষণার অনুকূলে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং কর্মকৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৩.২ কৌশল:

১৩.২.১ সাধারণ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজের বিভাগ, সরকারি কলেজের বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত বেসরকারি সংস্থার অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং রেজিস্ট্রেশনকৃত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার আওতার্ভূক্ত

১৩.২.২ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই জাতীয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

১৩.২.৩ এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই পঞ্চবার্ষিক/ বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা (বিডিপি)-২১০০ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে;

১৩.২.৪ এসব প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটা সুসংবদ্ধ কাঠামো থাকতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান থাকতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ জনবল থাকতে হবে;

১৩.২.৫ এসব প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরির আবেদনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে অবশ্যই উপর্যুক্ত শর্ত ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত গবেষক অর্থাৎ যাদের পিএইচডি/এমফিল/এমএস কিংবা দীর্ঘকালীন গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন রয়েছে এমন দক্ষজনবল কাঠামো থাকতে হবে;

১৩.২.৬ গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক যোগ্য মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে হবে। উক্ত প্রতিনিধি/প্রতিনিধি দলের প্রদানকৃত একটি প্রত্যয়ন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রমাণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা মঞ্জুরির আবেদনের সাথে জমা প্রদান করতে হবে;

১৩.২.৭ গবেষণা প্রস্তাবনা জমাদানে প্রতিষ্ঠান প্রধান (বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিইট, গবেষণা ইনস্টিটিটিউট ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রধান)/ইউএনও/জেলা প্রশাসকের একটি প্রত্যয়ন পত্র থাকতে হবে;

১৩.২.৮ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকবে এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে;

১৩.২.৯ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক গবেষণাটি পরিবীক্ষণ করবেন;

১৩.২.১০ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য আর্থিক মঞ্জুরির পরিমান সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। মঞ্জুরিকৃত এ অর্থ চারটি সমান কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে গবেষণা সম্পাদনের সময়কাল চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে ২ বছর পর্যন্ত;

১৩.২.১১ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রস্তাবনা, গবেষণার মধ্য পর্যায় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনটি ওয়ার্কসপ পরিচালনা করতে হবে। এ ওয়ার্কসপের ব্যয় গবেষণার জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে পরিচালিত হবে। গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানটিকে এতদসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক নিরীক্ষিত একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

১৩.২.১২ সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোনো সিডিউল ব্যাংক এর একাউন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট প্রধান গবেষকের (দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে যিনি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সাথে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবেন) স্বাক্ষরে পরিচালিত হতে হবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;

১৩.২.১২ সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোনো সিডিউল ব্যাংক এর একাউন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট প্রধান গবেষকের (দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে যিনি সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সাথে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবেন) স্বাক্ষরে পরিচালিত হতে হবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে;

১৩.২.১৩ গবেষণা শেষ হলে গবেষণা প্রতিবেদনের কপি বাঁধাই করে ০৮ কপি জমা প্রদান করতে হবে। এক কপি রঙ্গিণ জমা দিতে হবে। গবেষণার সফট কপি সংরক্ষণের জন্য একটি সিডিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১৩.২.১৪ এ গবেষণা জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় অবদান রাখলে সে গবেষণায় গবেষককে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হতে সনদ প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গবেষণাটি কোনো অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে;

১৪. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

১৪.১ নীতি: নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে এবং নির্ধারিত কর্মকৌশল অবলম্বন করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

১৪.২ কৌশল:

১৪.২.১ সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেবল সেসব প্রতিষ্ঠান প্রদান করতে পারবে যেসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক রয়েছে/দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক বাহির থেকে সংযুক্ত করেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

১৪.২.২ এসব প্রতিষ্ঠান হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অধীন কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিভাগ, গবেষণা ইনস্টিটিউট বা সরকারি বা বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/মন্ত্রণালয়ের কোনো বিভাগ;

১৪.২.৩ এসব প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নিজস্ব দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা অথবা দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

১৪.২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরির জন্য আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষকের বিস্তারিত তথ্য, প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল জমা প্রদান করতে হবে;

১৪.২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে।

১৪.২.৬ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদানের পূর্বে এসএসআরসির কর্মকর্তা/প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার শর্ত পূরণ হলেই আর্থিক মঞ্জুরির জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে;

১৪.২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ অর্থিক মঞ্জুরির পরিমান ৫ লক্ষ টাকা। এ মঞ্জুরির অর্থ এককালীন/দুটি ধাপে সমান কিস্তিতে প্রদান করা হবে;

১৪.২.৮ এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণার্থী প্রোমোশনাল গবেষণার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা এসএসআরসির নিয়ম-নীতি মেনে জমা দিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষক/অধ্যাপক তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগের দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারবেন;

১৪.২.৯ এ প্রশিক্ষণ পরিচালনাকালীন এসএসআরসির মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ পরিবীক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন; এ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ সম্মানী মঞ্জুরিকৃত অর্থ হতে প্রদান করতে হবে;

১৪.২.১০ প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ৫ কপি (বাঁধাইকৃত) এবং সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার এসএসআরসিতে জমা প্রদান করতে হবে।

১৫. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নঃ

১৫.১. মূল্যায়ন কমিটির গঠনঃ গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক একটি মূল্যায়ন প্যানেল প্রণয়ন করতে হবে। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্যানেলে সদস্য সংযোজিত করার ক্ষমতা এসএসআরসি সংরক্ষণ করবে। প্রতি বছর এই প্যানেলের সদস্য প্রয়োজনের তাগিদে এসএসআরসি সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে;

১৫.২. মূল্যায়নকারীর প্যানেল নির্বাচনে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন থাকতে হবে।

১৫.৩. মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতাঃ মূল্যায়ন কমিটির সদস্যকে অবশ্যই সামাজিক-বিজ্ঞান অনুষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গবেষক/বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, যাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা পেপার রয়েছে এবং গবেষণার প্রতি বিশেষ প্রবনতা রয়েছে এমন ব্যক্তি হতে হবে।

১৫.৪. মূল্যায়নকারী সদস্যদের দায়িত্বঃ গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহের মধ্যে মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কোনো কারণে মূল্যায়ন করতে অপরগতা প্রকাশ করলে তা অবশ্যই গ্রহণের তারিখের পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানাতে হবে এবং ফেরত পাঠাতে হবে। মূল্যায়নকারীকে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন ছক পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে।

১৬. গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ:

১৬.১. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিবীক্ষণ কমিটি: গবেষণা পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর কর্মকর্তা অন্তভূক্ত থাকবেন;

১৬.২. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরীবিক্ষণ কমিটির দায়িত্ব: এ কমিটির সদস্যগণ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও অন্যান্য স্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন;

১৬.৩. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরীবিক্ষণ কমিটির সম্মানী ও ভাতা: এ কমিটির সদস্যগণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরীবিক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দৈনিকভাতার দ্বিগুন টাকা সম্মানী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক টিএ, ডিএ ও অন্যান্য ভাতা প্রাপ্য হবেন;

১৭. গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন :

১৭.১. সকল প্রকৃতির গবেষণা সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করে উপস্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে;

১৭.২. এ ক্ষেত্রে সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে;

১৭.৩. ফলাফল উপস্থাপনের জন্য ভ্যেনু নির্বাচন এবং অন্যান্য কর্ম পরিকল্পনা গবেষক এবং এসএসআরসির সংশ্লিষ্ট উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী পরিচালিত হবে;

১৮. ওয়ার্কসপ এবং সেমিনার পরিচালনার নিয়ম-নীতি:

১৮.১. ক্যাটাগরিভিত্তিক ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন ও পরিচালনা কমিটির গঠন: সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হবে; এসএসআরসি ও পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে;

১৮.২. অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা, গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক ও ১ জন সহকারীসহ সর্বোচ্চ ৫০ জন;

১৮.৩. অন্যান্য: গবেষকের বিল উপস্থাপনে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক খরচের প্রকৃত হিসাব (গবেষকের সম্মানী, যাতায়ত ভাতা, তথ্যসংগ্রহকারী ভ্রমন ভাতা ও অন্যান্য খরচ, টাইপিং খরচ, তথ্য বিশ্লেষণ খরচ, বাধাঁই খরচ, ফটোকপি, বই ক্রয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট উপকরণ ক্রয় প্রভৃতি) স্পষ্ট ও সঠিক ভাউচারে উপস্থাপন করতে হবে।

১৯. গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান ও জমা প্রদানে ব্যর্থতাঃ

১৯.১. সকল প্রকার গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উল্লিখিত সময়ের (প্রোমোশনাল ১ বছর, ফেলোশিপ ২ বছর, প্রাতিষ্ঠানিক ২ বছর, এমফিল/এমএস ২ বছর এবং পিএইচডি ৩ বছর) মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে; এমফিল/এমএস এবং পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ নীতি শিথিলযোগ্য;

১৯.২. জমাকৃত গবেষণা প্রতিবেদন ১০ দিনের মধ্যে প্যানেলভুক্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র/বিষয়ের মূল্যায়নকারীর নিকট প্রেরণ করতে হবে;

১৯.৩. যৌক্তিক কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা প্রদানে ব্যার্থ হলে এসএসআরসি মঞ্জুরী হতে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ কর্তন করতে পারবে।

১৯.৪. গবেষণা প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় গবেষকের নাম, পদবী এবং জমাদানের সাল উল্লেখ করতে হবে। সংক্ষিপ্তসার দুই কপি জমাদান করতে হবে এ ক্ষেত্রে গবেষকের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

২০. মূল্যায়ন নীতিমালাঃ

২০.১. মূল্যায়নকারীর যোগ্যতাঃ মূল্যায়নকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক অথবা অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, গবেষণার সাথে সংযুক্ত পিএইচডি ডিগ্রিধারী সরকারি কর্মকর্তা/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে। যাদের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অথেনটিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পেপার রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে;

২০.২. মুল্যায়নকারীর প্যানেল তৈরিঃ গবেষণা প্রস্তাবনা, প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মূল্যায়নের জন্য ভিন্নভিন্ন প্যানেল থাকবে। এই প্যানেলভুক্ত সদস্যের নিকট গবেষণা প্রস্তাবনা, প্রতিবেদন এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মূল্যায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা প্রস্তাবনার জন্য প্যানেল, বিভিন্ন ক্যাটাগরির গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য প্যানেল এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে;

২০.৩. মূল্যায়নকারী এসএসআরসির মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন;

২০.৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (গ্রহণের তারিখ হতে ২১ দিন) জমা প্রদান করবেন;

২০.৫. কোনো কারণে মুল্যায়নে ব্যর্থ হলে বা করতে অপরগতা প্রকাশ করলে তা সরাসরি এসএসাআরসি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে;

২০.৬. ২০.৬. গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়নের জন্য ওয়ার্কসপের বাজেট অনুয়ায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে;

২০.৭. প্রোমোশনাল গবেষণা কার্যক্রমে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন হতে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ (যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে) করা যাবে। একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীন ৩টির বেশি গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা যাবে না।

২১. গবেষণা মঞ্জুরি সঞ্চালন প্রক্রিয়া: গবেষণা মঞ্জুরি সঞ্চালনের জন্য এসএসআরসির নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মঞ্জুরী গ্রহণ ও সমন্বয় করতে হবে। মূল্যায়নকারীর রিপোর্ট ও পরিবীক্ষণ রিপোর্ট এর ওপর ভিত্তি করে এ সঞ্চালন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

২২. গবেষণা সম্পর্কিত অভিযোগ: গবেষকের গবেষণার মান, গবেষণা কার্যক্রম সঞ্চালন, গবেষণা তথ্য সংগ্রহ, মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরুপ অভিযোগ উত্থাপিত/ প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরীকৃত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩. গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা: সকল গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনার দাবী রাখে। প্রত্যেক গবেষককে গবেষণা প্রতিবেদন এসএসআরসির নির্ধারিত ফরমেটে জমা প্রদান করতে হবে। গুণগত গবেষণা সম্পাদনা ম-লীর সুপারিশ অনুয়ায়ী প্রকাশনা করতে হবে। প্রকাশনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল (Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council) এবং দুটি জাতীয় পর্যায়ের জার্নাল বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় (Journal of Social Science Research Council) প্রকাশিত হচ্ছে। জার্নাল প্রকাশনা এবং যাবতীয় কর্ম পরিচালনার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। গবেষকগণ এ নির্দেশনা মেনে সমাপ্তকৃত গবেষণার উপর গবেষণা আর্টিকেল জমা দিতে পারবেন। তাছাড়া প্রতিবছরে সমাপ্তকৃত ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণাসমূহ গুচ্ছ আকারে প্রকাশিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পলিসি এবং গবেষণা সাপোর্ট সংশ্লিষ্ট ইউনিটে এসএসআরসি প্রেরণ করবে।

২৪. প্রকাশিত গবেষণা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া: প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এসএসআরসি প্রণীত আলাদা নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিস্তরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫. প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ : এসএসআরসি অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে এবং এসডিজি ও দেশের নীতি ও পরিকল্পনার সাথে এগুলোর গভীর সম্পৃক্ততা থাকলে এর ওপর ওয়ার্কসপ পরিচালনা করবে।

২৬. নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়ন (Assessing Impacts of the Policy): এই নীতির উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে। তবে প্রতি বছর উদ্দেশ্য পূরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তার মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হবে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী গবেষণা নীতিমালা পুনরায় সংস্করণ করা হবে। এসএসআরসি নিজস্ব উদ্যোগে এ মুল্যায়ন গবেষণা পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

উপসংহার (Conclussion): গবেষণার গুণগতমান এবং জাতীয় স্বার্থে গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে গবেষণার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক। এই নীতিমালাটি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। নীতিমালাটির কার্যকর প্রভাব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে এবং গবেষণা লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাতীয় নীতি গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে।

পরিশিষ্ট

সংযোজনী:১:

গবেষণা প্রস্তাবনা ছক:

(প্রোমোশনাল, ফেলোশিপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা)

১. গবেষণা শিরোনাম (Title of the Reseach)

২. ভূমিকা (Introduction)

৩. সমস্যার বর্ণনা (Statement of the Problem)

৪. গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of the Study)

৫. অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন (Formulation of Hypothesis)/Research Questions

৬. ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework)

৭. সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature)

৮. গবেষণার গুরুত্ব (Rationale of the Study)

৯. গবেষণার ক্ষেত্র (Scope of the Study)

১০. গবেষণা পদ্ধতি (Methods of the Study)

১১. প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected output)

১২. সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা (Relation with Social Policy Formulation)

১৩. সম্ভাব্য অধ্যায় কাঠামো (Tentative Chapterization)

১৪. কর্ম পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণী (Action Plan and Tentative Budget)

১৫. গ্রন্থ'পঞ্জী (Bibliography)/References

সংযোজনী:২:

বেষণা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা জমাদানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ : পবষণা:

১. গবেষণা প্রস্তাবনার হার্ড কপি এবং সফট কপি;

২. গবেষণা ক্যাটাগরি অনুযায়ী গবেষক/প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণের যাবতীয় প্রমাণ্যক;

৩. ছবি এবং গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত;

৪. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট বুকলেট ও বার্ষিক প্রতিবেদন;

৫. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা/প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক/গবেষকদের ছবি ও জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে;

৬. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সিডিউল/ম্যানুয়েল আউটলাইন;

৭. জাতীয় পরিচয়পত্র

৮. জন্ম সনদের সত্যায়িত কপি;

৯. প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠান প্রধান (যদি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হন)/জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর/প্রত্যায়ন পত্র;

১০. পিএইচডি এবং এমফিল গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন/এনরোলমেন্ট

১১. তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যায়নপত্র

সংযোজনী:৩:

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক অনসৃত চুক্তিনামা

১ (......................) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল ।

২ **প্রথম পক্ষ ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল-এর সহকারী পরিচালক ।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষ ঃ** (নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা) NID NO, mobile No, Email.

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-ক) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, (শিরোনাম) শীর্ষক (ক্যাটাগরি) গবেষণা কার্যটি ...... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলী ঃ**

(ক) পরিশিষ্ট নীতিমালার সংযোজনী ১-১৫ এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ (কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ..... (কথায়) কিস্তিতে প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি ভিত্তিক কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

ফেলোশিপ:

(১) প্রথম কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ অর্থ্যাৎ (............) টাকা । গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে । ফরম-ক ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে ।

(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা । কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হইবার পর তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চলমান গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং বিল-ভাউচার প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;

প্রাতিষ্ঠানিক:

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ অর্থ্যাৎ (...........) টাকা । কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের ২৫ (পঁচিশ) ভাগ সম্পাদন অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে । ফরম-ক ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে ।

(২) দ্বিতীয় কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা। কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ সম্পাদন অর্থাৎ দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে। ফরম-ক ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে।

(৩) তৃতীয় কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা। কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ সম্পাদন অর্থাৎ তৃতীয় ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে। ফরম-ক ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে।

(৪) চতুর্থ/শেষ কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা। **কিস্তি প্রদানের শর্ত:** গবেষণাটি সফলভাবে সম্পাদন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং অন্যান্য শর্তাবলী পুরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হইবে;

প্রোমোশনাল:

(১) প্রথম কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ অর্থ্যাৎ (............) টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্কশপ প্রদানের শেষে।ফরম-ক ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে।

(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হইবার পর তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চলমান গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং বিল-ভাউচার প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;

পিএইচডি:

(১) প্রথম কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থ্যাৎ (............) টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে। ফরম-ক ও বিল ভাউচারাদি প্রদান সাপেক্ষে।

(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত: চূড়ান্ত ভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পর। ওয়ার্কশপ প্রদান শেষে।

এমফিল:

(১) প্রথম কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ অর্থ্যাৎ (............) টাকা। কিস্তি প্রদানের শর্ত: গবেষণা কাজের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ভিত্তিতে।

(২) দ্বিতীয়/শেষ কিস্তি ঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ অর্থ্যাৎ (.......) টাকা। কিস্তি প্রদানের শর্ত : চুড়ান্ত ভাবে রিপোর্ট জমাদান এবং ডিগ্রি অর্জনের পর। ওয়ার্কশপ প্রদান শেষে।

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত সংযোজনী-৪ -তে এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। এমফিল পিএইচডি গবেষণার ক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি ছাড়া ও ক্যাটাগরি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে প্রদানের জন্য আবেদন করিতে হইবে এর পুন:চুক্তি করিতে হইবে।

(চ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন। তবে এম,ফিল/পিএইচ,ডি গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(জ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা

সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঝ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্ত করণের পর ০৫ (পাঁচ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে) এতদ্ সঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'খ' - তে ০১ (এক) প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন। পিএইচডি/এমফিলের থেকে কাগজটি ছাড়াও চূড়ান্ত প্রতিবেদন ০৫ (পাঁচ) পিএইচডি/এমফিল সদস্য মিটিং সভার...................... জমা দিতে হবে।

(ঞ) এই চূক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;

(ট) গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হইবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক ও ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে;

(ঠ) গবেষণাকালীন বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাহা মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(ণ) অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিয়া থাকিলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করিলে অত্র পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হইবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন উৎসের কোন অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে । তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

পক্ষঃ	স্বাক্ষীঃ
১ম পক্ষঃ	১ম পক্ষঃ
২য় পক্ষঃ	২য় পক্ষঃ

সংযোজনী:৪

জামানতনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে জামানতনামা দাখিল করিতেছি যে, গবেষক

....কর্তৃক, পরিচালিত..............................

....-শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুযায়ী গবেষণা কর্মটির জন্য..টাকা যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানতদাতা হিসাবে আমি নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অগ্রিম অর্থ বাবদ....................................টাকা বা ক্ষেত্রমত অব্যবহৃত অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব ।

জামানতকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

মোবাইল নম্বর :

এনআইডি নম্বর:

ই-মেইল:

সংযোজনী:৫

ফরম 'ক'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২

(গবেষণা প্রকল্পের প্রাথমিক অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম...
২। যে প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত (Affiliated) থাকিয়া গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হইতেছে উহার নামঃ ....
৩। (ক) গবেষক/প্রকল্প পরিচালক-এর নামঃ..
(খ) এই গবেষণায় যেসব ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশার বিবরণঃ ....
৪। গবেষণা কার্য শুরুও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখঃ ....
৫। (ক) মঞ্জুরিকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ ....
(খ) এই যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ ....
(গ) এই যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণঃ ....
৬। গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ যাহা অনুমোদন করা হইয়াছিল সেইগুলির বিবরণঃ
৭। গবেষণা কাযে যে পদ্ধতি এবং কলাকৌশলসমূহ অনুসরণ করা হইয়াছে, সেইগুলির বিবরণঃ
৮। গুণাগুন ও পরিমাণের ভিত্তিতে এই যাবৎ প্রাপ্ত ফলাফলঃ
৯। এই পর্যন্ত অর্জিত কাজের অগ্রগতি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ দিতে হইবে) ....
১০। উপসংহারঃ

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর   গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
তারিখঃ

৮, ৯ ও ১০ নম্বর ক্রমিক নম্বর সমূহের তথ্যাদি গবেষণা প্রকল্পটির অগ্রগতি যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

সংযোজনী:৫

ফরম 'খ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

(সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামঃ
২। গবেষক/প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা এবং সন:
৩। বস্তু-সংক্ষেপঃ
(এক হাজার শব্দের মধ্যে অবশ্যই Soft copy জমা দিতে হবে)
৪। সূচনা ও পটভুমিঃ
(এতদ বিষয়ে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)
৫। গবেষণার অনসৃত পদ্ধতি/পরীক্ষাসমূহঃ
৬। ফলাফল ও আলোচনাঃ
(সারণী, লেখ-চিত্র, চার্ট ইত্যাদির আকারে যখন যাহা প্রয়োজনীয়, এইরূপ উপাত্ত সন্নিবেশিত করিতে হইবে)
৭। উপসংহারঃ

*সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষর গবেষণা/প্রকল্প পরিচালকের
স্বাক্ষর
তারিখঃ

সংযোজনী-৭

GUIDELINES FOR FORMULATION OF A RESEARCH PROPOSAL

Researchers are requested to furnish a detailed research proposal covering the statement of the problem; the hypotheses to be tested, the definition of key concepts; the research design including the universe of the study, the sampling frame, type of sampling procedure, tools to be used for data collection, time schedule, staffing pattern and estimate of costs. A research proposal is a sort of a blueprint. A well-conceived research proposal helps in its efficient implementation. Every effort made to formulate a proper research proposal will, therefore, pay rich dividends.

Researchers are requested to furnish a detailed research proposal covering the statement of the problem; the hypotheses to be tested, the definition of key concepts; the research design including the universe of the study, the sampling frame, type of sampling procedure, tools to be used for data collection, time schedule, staffing pattern and estimate of costs. A research proposal is a sort of a blueprint. A well-conceived research proposal helps in its efficient implementation. Every effort made to formulate a proper research proposal will, therefore, pay rich dividends.

Social Science Research is characterized by a diversity of theoretical perspective orientation, methodological strategy, data collection practice, and data analysis technique. It is therefore, not possible to indicate in a short space all the possible ways in which a research proposal can be framed. However, there are certain characteristics that are common to all research proposal. These characteristics are:

(a) Formulation of a problem for research;
(b) Delimiting the boundary of the proposed research and elaboration of its substantive components;
(c) Sources and method of data collection and
(d) Data analysis.

Given, these similar characteristics, individual research proposals will vary greatly in the selection of a problem and the delineation of subsequent steps necessary to complete the research.

The selection of a problem depends on the inclination, training and experience of the research scholar. Whatever the problem one must take care to see that it is researchable. The two primary concerns of a research study are to know and/or to explain particular aspects of social reality. Whether one is motivated by the former or the latter will have an important bearing on how the research proposal is developed and designed. The former objective requires a kind of mapping out operation of, usually a segment of social reality in respect of certain characteristics supposed to be important. On the other hand, the purpose is to explain the occurrence of a particular social phenomenon, the emphasis is on why does that particular phenomenon occur and what factors explain its occurrence either in casual or associational terms. It is obvious then that these two types of researches require entirely different strategies.

Whatever the purpose of research it is apparent that the selection of essential characteristics for either mapping out a particular aspect of social reality or for explaining

its occurrence requires the placing of the problem and its dimensions in some context. This context must be provided by the accumulated social science knowledge, on the one hand, and the theoretical position one takes in regard to the problem and proceed on to locate it in some theoretical perspective and link it up with whatever social science findings exist in the area of enquiry. An overview of literature in the area of enquiry, therefore, becomes a crucial component of a research design. The purpose of this overview of literature is not to list the number of published works, either all or a few known, but to call out important findings that relate to the substantive concern of the proposed research.

This calling out of important findings is necessary for demonstrating the salience the problem itself, on the one hand, and illuminating the theoretical perspective one brings to bear on the problem of research, on the other, thereby helping in the cumulation of social science knowledge.

That there is an intimate relationship between the delineation of theoretical perspective and the overview of literature needs no demonstration. Theoretical perspective informs the overview of literature in terms of selection of scholarly works and of findings. In order to illustrate their relevance or insufficiency, for the enquiry into the problem at and whether the delineation of theoretical perspective precedes or follows the overview of literature is a matter of individual preference. However, what must be emphasized here is the necessity of linking up in some meaningful way of the overview of literature and the delineation of theoretical perspective. This is most important since it provides the backdrop for choosing the dimensions that must be explored for a particular enquiry.

Usually, the determination of the dimensions of a research enterprise is expressed in the language of concepts relating to particular domains of social reality. Since it is a concept or a domain that conjoins theoretical knowledge with empirical reality it is very important to clearly and precisely define the various concepts or domains proposed to be used in a research project. Also, since a concept or a domain represents an abstract on the empirical referents that constitutes the abstraction must be specified. In other words, the concepts and domains have to be operationalised so that the passage between concepts and their empirical referents is made easy and scientifically valid.

Usually, the determination of the dimensions of a research enterprise is expressed in the language of concepts relating to particular domains of social reality. Since it is a concept or a domain that conjoins theoretical knowledge with empirical reality it is very important to clearly and precisely define the various concepts or domains proposed to be used in a research project.

Also, since a concept or a domain represents an abstract on the empirical referents that constitutes the abstraction must be specified. In other words, the concepts and domains have to be operationalised so that the passage between concepts and their empirical referents is made easy and scientifically valid.

In many cases it may not be possible to cover all the cases of a particular phenomenon even though it may seem desirable. The constraints of time and resources impose the necessity of selecting a few cases that may be deemed to be representing the entire class. Sampling then becomes an essential part of certain kinds of research designs. When sampling is an integral part of a research design, the sampling frame, sampling procedure and size must be clearly elaborated and an adequate justification should be provided for the choice. In certain other cases, especially in respect of case studies or exploratory studies, when the focus of study is just one unit, detailed justification for a particular unit must find a place in the proposal.

When requisite data have finally been gathered, the data must be recorded in such a fashion that data processing according to some analysis plan becomes easy. It should be pointed out that data collected for a particular purpose do not exhaust their possibilities when that purpose is served. The data can fruitfully be used by other scholars for secondary analysis. As such the recording of data must provide for the possibility of reuse by others. This is especially true of quantifiable or quantified data which when recorded in a machine-readable form can be easily used for re-analysis. It is therefore, necessary to put these data in machine-readable form. Especially in the case of an explanatory research design, the analysis plan indicating coding design, the procedure of construction of indices and scales, the use of various statistical techniques for testing the direction and strength of hypothesized relationships, etc. must be included in the research design.

The above discussion suggests that a proper research design should be formed on the basis of the following guidelines, which are only illustrative:

1. **The Title of the Project**
2. **Statement of the Problem**

In the opening paragraphs of the research proposal, the problem to be investigated should be stated clearly and briefly. The key questions and the location of the problem in the theoretical context of the concerned discipline should be specified.

The significance of the problem, the contribution which the proposed study is expected to make to theory and methodology as well as its practical importance and national relevance should be specifically indicated.

3. Overview of Literature

Summarizing the current status of research in the area including major findings, the project proposal should clearly demonstrate the relevance or insufficiency of the findings or approach for the investigation of the problem at hand.

4. The Conceptual Framework

Given the problem and the theoretical perspective for investigation of the problem, the proposal should clearly indicate the concepts to be used and demonstrate their relevance for the study. It should further specify the dimensions of empirical reality that need to be explored for investigating the problem.

5. Research Questions or Hypotheses

Given the conceptual framework and the specification of dimensions, the specific questions to be answered through the proposed research should be sharply formulated. In the case of an explanatory research design, specification of variables and posting of relationships among them through specific hypotheses must form a part of the research proposal.

If the study requires any control groups, these should be specifically mentioned. An explanation of the determination of size and type of sample will also be necessary. Proposals not requiring a sample selection should specify their strategy appropriately and describe its rationale.

7. Data Collection

The different types of data at are proposed to be gathered should be specifically mentioned. The sources for such type of data and the tools and techniques that will be used for collecting different types of data should be specified.

For questionnaire or schedule to be used, the following should be indicated:

i. Distribution of questionnaires or schedule in different sections e.g., identification data, socio-economic data, and questions on various sub-themes.
ii. Approximate number of questions to be asked from each respondent
iii. Any scaling techniques to be included in the instrument
iv. Any projective tests incorporated in the questionnaire/schedule
v. Approximate time needed for interview
vi. Any plans for index-construction
vii. Coding plan (whether the questions and responses will be pre-coded or not: whether the coding is done for computer or for hand tabulation)

For interviews, the following details should be given:

i. How are they to be conducted? (free association non-directive, focussed, direct or on telephone)
ii. Particular characteristics that interviews must have

For the use of observation techniques, describe:

i. The type of observation: participant, quasi-participant, non-participant
ii. Units of observation
iii. Whether this will be the only technique or whether other techniques will also be attempted.

If in the light of the questions raised or the hypotheses proposed to be tested, sampling becomes necessary, full information on the following points should be given.

i. Universe of study
ii. Sampling frame
iii. Sampling procedure
iv. Units of observation and sampling size

If the study requires any control groups, these should be specifically mentioned. An explanation of the determination of size and type of sample will also be necessary. Proposals not requiring a sample selection should specify their strategy appropriately and describe its rationale.

7. Data Collection

The different types of data at are proposed to be gathered should be specifically mentioned. The sources for such type of data and the tools and techniques that will be used for collecting different types of data should be specified.

For questionnaire or schedule to be used, the following should be indicated:

i. Distribution of questionnaires or schedule in different sections e.g., identification data, socio-economic data, and questions on various sub-themes.
ii. Approximate number of questions to be asked from each respondent
iii. Any scaling techniques to be included in the instrument
iv. Any projective tests incorporated in the questionnaire/schedule
v. Approximate time needed for interview
vi. Any plans for index-construction
vii. Coding plan (whether the questions and responses will be pre-coded or not: whether the coding is done for computer or for hand tabulation)

For interviews, the following details should be given:

i. How are they to be conducted? (free association non-directive, focussed, direct or on telephone)

ii. Particular characteristics that interviews must have

For the use of observation techniques, describe:

i. The type of observation: participant, quasi-participant, non-participant

ii. Units of observation

iii. Whether this will be the only technique or whether other techniques

vi also be attempted.

8. Data Processing

The manner in which the different types of data will be processed, the tabulation plan and the types of data that will be processed through the computer, should be explained in detail.

9. Time Budgeting

The project should be broken up in suitable stages and the time required for the completion of each stage of work should be specified.

10. Organizational Framework

An organizational chart indicating the position, tasks, and number of persons, their level of qualifications to fill the different positions should be given.

11. Cost Estimation

The cost of the project is to be estimated in terms of total man-months and the facilities needed.

সংযোজনী-৮

৪.২.৫ গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাঠামো

ক্রমিক নং	কমিটি	পদ
১	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩	যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৪	বিশেষজ্ঞ ৮ জন (৪.২.৪ অনুযায়ী)	সদস্য
৫	পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা ৪ জন (৪.২.৪ অনুযায়ী)	
৬	সহকারী পরিচালক ও উপসচিব, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ।	

সংযোজনী-০৯

গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক

(মূল্যায়ন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ওয়েটেজ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করুন)।

ক্রমিক নং	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর										মোট
		১০		১০		২০				১০		৫০
		৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	
০১.	গবেষণার বিষয় নির্বাচন			X	X	X	X	X	X	X	X	
০২.	বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	X	X			X	X	X	X	X	X	
০৩.	গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো	X	X	X	X					X	X	
০৪.	নীতি প্রণয়ন	X	X	X	X	X	X	X	X			
০৫.	মোট নম্বর											

০১. গবেষণার বিষয় নির্বাচন: (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)

১.১ গবেষণা শিরোনাম স্পষ্টতা;

১.২ বিজ্ঞাপনে উপস্থাপিত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কবদ্ধতার স্পষ্টতা;

০২. বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা: (অপ্রাসঙ্গিক-০, আংশিক প্রাসঙ্গিক-২, প্রাসঙ্গিক-৫)

১.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক;

২.২ বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক এবং চাহিদাভিত্তিক;

০৩. গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো: (যথাযথ নয়-০, আংশিক যথাযথ-২, যথাযথ-৫)

৩.১ বিষয়বস্তুতে গবেষণা উদ্দেশ্যের প্রতিফলন;

৩.২ উদ্দেশ্যের সাথে গবেষণা পদ্ধতির সম্পর্কবদ্ধতা;

৩.৩ গবেষণা স্তরের সাথে শৃঙ্খলিত সম্পর্ক;

৩.৪ গবেষণা পরিধির সাথে বাজেটের সম্পর্ক;

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: গবেষণা প্রস্তাবনা কাঠামো মূল্যায়নের সময় কমিটির সদস্যগণ গবেষণা পরিধির সাথে বাজেটের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় গবেষণা ক্যাটাগরি অনুযায়ী কত টাকা আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাবে এ সম্পর্কে মতামত প্রদান করবেন।]

০৪. নীতি প্রণয়ন: (যথাযথ নয়-০, আংশিক সম্পৃক্ত-২, সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত-৫)

৪.১ গবেষণা প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে প্রণয়নযোগ্য নীতির সম্পৃক্ততা;

৪.২ প্রণয়নযোগ্য নীতির পরিধির ব্যাপ্তি;

সংযোজনী-১০
গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই প্রক্রিয়া

বিষয়: ক্যাটাগরি অনুযায়ী গবেষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা
মূল্যায়নের মান নির্ণায়ক এবং মান বন্টন

<table>
<tr><td colspan="5">ক্যাটাগরি: প্রমোশনাল</td></tr>
<tr><td colspan="3">যোগ্যতা: ২০</td><td colspan="2">অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ৩০</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নং</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td></tr>
<tr><td>১</td><td>বয়স (৪০ বছরের নীচে)/সরকারি চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য</td><td>০৩</td><td>থিসিস গ্রুপ</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>২</td><td>পেশা</td><td>০৩</td><td>নন থিসিস</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা</td><td>০৩</td><td>নন থিসিস</td><td>১০</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা</td><td><table>
<tr><td colspan="2">সম্মান:৪</td><td colspan="2">স্নাতকোত্তর:৬</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>১</td><td>৩য়</td><td>১</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>৩</td><td>২য়</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৪</td><td>১ম</td><td>৬</td></tr>
</table></td><td>জার্নালে প্রকাশনা রয়েছে এমন গবেষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td>এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে এমন গবেষকের ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।</td><td>০১</td><td>গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ রয়েছে অথবা কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিউটের মাধ্যমে গবেষণা মনোগ্রাফ করেছেন</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">বাজেটের ১০%-১৫% এ খাতে (সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ করা যাবে। (কম পক্ষে ৫টি বেশি পক্ষে ৮টি নির্বাচন করা যাবে।)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">ক্যাটাগরি: ফেলোশিপ</td></tr>
<tr><td colspan="3">যোগ্যতা: ২০</td><td colspan="2">অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ৩০</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>১</td><td>পেশাগত ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ততা (নীতিমালা অনুযায়ী)
নীতিমালা অনুযায়ী না হলে মন্তব্যে লিখতে হবে।</td><td>০৫</td><td>৮ বছরের কম-০
৮ বছর-৪
৮ বছরের অধিক-৫</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা (নীতিমালা অনুযায়ী)
নীতিমালা অনুযায়ী না হলে মন্তব্যে লিখতে হবে।
বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত না হলে বাতিল লিখতে হবে।</td><td>০৩</td><td colspan="2">জার্নালে প্রকাশনা-২০
<table>
<tr><td>জার্নালের ধরণ</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr>
<tr><td>দেশীয় (১০)</td><td>১-৫
৬-১০
১০+</td><td>৬
৮
১০</td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক (১০)</td><td>১-৫
৬-১০
১০+</td><td>৬
৮
১০</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>শিক্ষাগত যোগ্যতা
এমফিল/পিএইচডি অথবা গবেষণা কাজে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে বাতিল</td><td>১২
<table>
<tr><td colspan="2">স্নাতকোত্তর</td><td colspan="2">এমফিল ও পিএইচডি</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>এমফিল/এমএস</td><td>০৯</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>০৭</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১ম</td><td>০৮</td><td>পিএইচডি</td><td>১২</td></tr>
</table></td><td>গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
(এসপিএসএস, গবেষণা পদ্ধতি)</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">বাজেটের সর্বোচ্চ ৩০%এ খাতে (সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা) খরচ করা যাবে। (কম পক্ষে ১২টি বেশি পক্ষে ১৫টি নির্বাচন করা যাবে।)</td></tr>
</table>

ক্যাটাগরি: এমফিল এবং পিএইচডি			
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা -৫০			
পরিমাপক ক্ষেত্র	মান	পরিমাপক ক্ষেত্র	মান
১. শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩০	৩. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে থিসিস জমাদান	৫
১ ক. স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ১ম ২য় ৩য়	১৫ ১২ ৮	৩ ক. থিসিস গ্রুপ	৫
১ খ. স্নাতকোত্তর ১ম ২য় ৩য়	১৫ ১২ ৮	৩ খ. নন থিথিস গ্রুপ	২
২.স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিষয় নীতিমালা অনুযায়ী সমাঞ্জস্যপূর্ণ (সামাজিকবিজ্ঞান সম্পর্কিত)	৫	৪. গবেষণা প্রকাশনা বা কোনো ধরনের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা	১০
বাজেটের সর্বোচ্চ ১৫%এ খাতে (সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা) খরচ করা যাবে।			

<table>
<tr><td colspan="5">ক্যাটাগরি: প্রাতিষ্ঠানিক</td></tr>
<tr><td colspan="5">যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ৫০</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ক্রমিক নম্বর</td><td rowspan="2">পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td rowspan="2">মান</td><td>পরিমাপক ক্ষেত্র</td><td>মান</td></tr>
<tr><td rowspan="2">গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>১</td><td>নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ধরনের সম্পৃক্ততা</td><td>০৫</td><td>২ বছরের কম-০
৩ বছর-৪
৩ বছরের অধিক-৫</td></tr>
<tr><td>২</td><td>নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যগত সম্পৃক্ততা</td><td>০৫</td><td colspan="2">জার্নালে প্রকাশনা-২০
<table>
<tr><td>জার্নালের ধরণ</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr>
<tr><td rowspan="3">দেশীয় (১০)</td><td>১-৫</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>৬-১০</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>১০+</td><td>১০</td></tr>
<tr><td rowspan="3">আন্তর্জাতিক (১০)</td><td>১-৫</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>৬-১০</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>১০+</td><td>১০</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>প্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে গবেষকের যোগ্যতা অনুযায়ী সংখ্যা</td><td>১৫
<table>
<tr><td>যোগ্যতা</td><td>সংখ্যা</td><td>মান</td></tr>
<tr><td rowspan="2">স্নাতকোত্তর</td><td>২-৩</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>৩+</td><td>৫</td></tr>
<tr><td rowspan="2">এমফিল</td><td>১-২</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>২+</td><td>৫</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পিএইচডি</td><td>১</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>২</td><td>৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">বাজেটের সর্বোচ্চ ৪০%এ খাতে (সর্বোচ্চ ৪০ লক্ষ টাকা) খরচ করা যাবে।</td></tr>
</table>

সংযোজনী-১১

গবেষণা পরীবিক্ষণ টুলস
পরীবিক্ষণ কর্মকর্তা (নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান):
পরীবিক্ষণ এলাকা:
তারিখ:
সরকারি আদেশ নম্বর:
গবেষণা শিরোনাম:
গবেষক:
সময়কাল (চুক্তি বছর) :

ক্রমিক নম্বর	গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত উত্তর দাতার নাম ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর	গবেষণা সম্পর্কিত মন্তব্য (ফটোগ্রাফসহ)
১		
২		
৩		
৪		
৫		

স্বাক্ষর ও তারিখ:

সংযোজনী-১২

গোপনীয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল

ssrc.planningdivision@yahoo.com

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন রিপোর্ট

ক. গবেষণা এবং গবেষক সম্পর্কিত তথ্য:

১. গবেষণা শিরোনাম:

২. গবেষকের নাম :

৩. চুক্তির

৪. গবেষণার ধরন : ☐ প্রমোশনাল ☐ ফেলোশিপ ☐ প্রাতিষ্ঠানিক ☐ ৫. মেয়াদ :

খ. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য:

[**নির্দেশনা: ১.** গবেষণা উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা এবং গবেষণা উদ্দেশ্যের সাথে অধ্যায় বিন্যাস ও গবেষণা ফলাফল শৃঙ্খলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে কিনা তা মুল্যায়ন করে নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করতে হবে। ২. গবেষণা প্রতিবেদনের যেকোনো পরিমার্জন/ভুল সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট স্থানে দাগাঙ্কিত এবং উল্লেখ করতে হবে। ৩. মূল্যায়ন পরবর্তী গবেষণা প্রতিবেদনটি ১৫ দিনের মধ্যে এসএসআরসি, পরিকল্পনা বিভাগে যেকোনো মাধ্যমে জমাপ্রদান করতে হবে।]

উদ্দেশ্যের ক্রমসংখ্য	গবেষণা উদ্দেশ্যসমূহ (ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)	গবেষণা উদ্দেশ্যপূরণে যথাযথভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)	উত্তর না হলে, গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে কী সমস্যা রয়েছে উল্লেখ করুন	গবেষণা উদ্দেশ্য অনুযায়ী অধ্যায় শিরোনাম, বিষয়বস্তু ও ফলাফল (findings), সুপারিশ (Recommendations), রেফারেন্স যথাযথ কিনা তা গবেষণা প্রতিবেদনে পরিমার্জন/ভুল বিষয়ে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সুস্পষ্ট মন্তব্য লিখুন
১	২	৩	৪	৫
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				

গ. গবেষণার মান ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কিত তথ্য:

১. গবেষণার গুণগতমান সম্পর্কে আপনার উন্মুক্ত মতামত প্রকাশ করুন:

২. গবেষণাটি প্রকাশনা এবং কোনো নীতি প্রণয়ন বা সংস্কারে যোগ্য কিনা এ বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন:

৩. গবেষণাটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় কিনা এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট মতামত লিখুন:

মূল্যায়নকারীর সিলসহ স্বাক্ষর

(ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর)

সংযোজনী-১৩

গবেষণার ধরন: প্রমো./এমফিল/পিএইচডি/ ফেলোশিপ রেজিস্ট্রেশন নম্বর:

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গবেষক রেজিস্ট্রেশন ফরম

১. গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কিত তথ্য:

গবেষকের ছবি

ক. গবেষকের নাম: খ. বয়স:

গ. শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিশ্ববিদ্যালয়ের নামসহ সর্বশেষ): ঘ. পেশা:

ঙ. পদবী:

চ. ঠিকানা:

বর্তমান
কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে): ঠিকানা : টেলিফোন নম্বর : মোবাইল নম্বর: ই- মেইল :

<table>
<tr><td colspan="2">স্থায়ী</td></tr>
<tr><td colspan="2">গ্রাম/ রোড নম্বর, বাড়ি নম্বর: পোস্ট অফিস:
উপজেলা: উপজেলা কোড:
জিলা: টেলিফোন:
মোবাইল নম্বর :</td></tr>
<tr><td>জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর</td><td></td></tr>
<tr><td>টিআই এন নম্বর</td><td></td></tr>
<tr><td>নিকটতম দুইজন পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির বিস্তারিত ঠিকানা</td><td>১. নাম: টেলি: ও ইমেইলসহ বিস্তারিত ঠিকানা:
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:
টেলি: ও ইমেইলসহ বিস্তারিত ঠিকানা:
২. নাম:
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:</td></tr>
</table>

- এমফিল ও পিএইচডি গবেষকের ক্ষেত্রে: রেজিষ্ট্রেশন নম্বর:
- বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম:
- তত্ত্বাবধায়নকারীর নাম ও ঠিকানা (ইমেইল ও মোবাইল নম্বরসহ):

২. গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য:

ক. দেশীয় প্রকাশনার সংখ্য [ ] এবং খ. আন্তর্জাতিক প্রকাশনার সংখ্যা [ ]

দেশীয় গবেষণা		
ক্রমিক নম্বর	গবেষণা শিরোনাম	অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশকালসহ বিস্তারিত তথ্য
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
আন্তর্জাতিক		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		

৩. প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (প্রশিক্ষণ শিরোনাম, প্রতিষ্ঠান এবং সময়কাল):

৩. ডিকলারেশান:

আমি .... পেশা ও পদবী:................................
প্রতিষ্ঠান............................ ঠিকানা:............................

নিশ্চয়তা প্রদান করছি আমার দ্বারা উপরে উপস্থাপিত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ। এ তথ্য কোনোরূপ ভুল বা অসত্য প্রমাণিত হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকব এবং সরকারি বিধি মোতাবেক যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণে আপত্তি করব না।

তারিখ: স্বাক্ষর

সংযোজনী-১৪

গবেষণার ধরন: প্রাতিষ্ঠানিক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর:

সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা রেজিস্ট্রেশন ফরম

[প্রতিষ্ঠানটিকে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা নীতিমালা এবং কর্মকৌশল-২০১৮ এর শর্ত পূরণ করতে হবে]

১. ক. প্রতিষ্ঠানের নাম:

খ. ঠিকানা (বিস্তারিত):

গ. প্রতিষ্ঠা সাল:

ঘ. রেজিস্ট্রেশন নম্বর:

ঙ. টেলিফোন নম্বর:

চ. ইমেইল:

ছ. টিআইএন নম্বর:

জ. চলতি কর বছরে কর জমাদানের রশিদ (অনুলিপিসহ):

২. প্রধান গবেষক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক. গবেষকের নামঃ
খ. বয়সঃ
গ. শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বশেষ):
ঘ. পেশাঃ
ঙ. পদবীঃ
চ. মোবাইল নম্বর ও ই- মেইলঃ

৩. প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রধান গবেষকসহ মোট গবেষকের সংখ্যা :

ক্রমিক নম্বর	গবেষকবৃন্দের নাম, টেলিঃ ও ইমেইল, এনআইডি নম্বর	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			

৪. গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য:

ক. দেশীয় প্রকাশনার সংখ্য [ ] এবং খ. আন্তর্জাতিক প্রকাশনার সংখ্যা [ ]

দেশীয় গবেষণা		
ক্রমিক নম্বর	গবেষণা শিরোনাম	অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশকালসহ বিস্তারিত তথ্য
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
আন্তর্জাতিক		
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		

৩. ডিকলারেশান:

আমি (প্রধান গবেষক) ....

পদবী:................................ প্রতিষ্ঠান..................................

ঠিকানা:...............................

নিশ্চয়তা প্রদান করছি আমার দ্বারা উপরে উপস্থাপিত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ । এ তথ্য কোনোরূপ ভুল বা অসত্য প্রমানিত হলে আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে এবং সরকারি বিধি মোতাবেক যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণে প্রতিষ্ঠান আপত্তি করবে না ।

তারিখ: স্বাক্ষর ও সিল

সংযোজনী-১

স্টিয়ারিং কমিটির কাঠামো এবং কার্যপরিধি

ক্রমিক নম্বর	কমিটির সদস্য	পদ
১	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ ও সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন/প্রতিনিধি, ঢাকা	সদস্য
৩	উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিনিধি, খুলনা	সদস্য
৪	যুগ্মসচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	যুগ্মসচিব (পরিসংখ্যান), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৭	মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	উপসচিব (প্রশাসন), পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সহকারি পরিচালক, সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য

কমিটির কার্য পরিধি:

১. বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণ, গবেষণা পরিচালনা, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
২. বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার বিষয়বস্তু চূড়ান্তকরণ, গবেষণা প্রস্তাবনা বাছাই, ফলাফল বিস্তরণ বিষয়ে সেমিনার /কর্মশালা আয়োজন;
৩. বাংলাদেশে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
৪. উপরোক্ত সকল বিষয় যাচাই-বাছাই ও আর্থিক মঞ্জুরীর পরিমান নির্ধারণ; এবং
৫. সরকার কর্তৃক অর্পিত এ বিষয়ে অন্যান্য যেকোনো দায়িত্ব ।